ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 169-175
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.446

বাণী বসুর ‘পঞ্চম পুরুষ’ উপন্যাসে সামাজিক ক্ষমতায়ন ও যৌন নৈতিকতা

অর্পিতা ব্যানার্জী, *গবেষক, বিশ্বভারতী, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Sexuality has been built by combining biological and social aspects. The issue has also gained acceptance in the cultural sphere. Today’s global scope where Women and Men are combined, it seems significant to observe the issue from the perspective of women in the context of religion, society-polity-economy. In post independence Bengali literature, alongside male writers, themes of sexuality began to emerge explicitly in the works of female writers, and Bani Basu is no exception.The topic is Social Empowerment And Sexual morality In Bani Basu’s Novel ‘Pancham purush’.We have analysed the novel in the context of western philosophy, alongside, Indian culture.The history of how the ‘kama-kala’ evolved into joyless sex – is analyzed in the article.Form the perspective of social morality we have discussed sexual themes in the novel ‘Pancham Purush’. Our thoughts do not operate outside the scope of state surveillance, consequently, even sexual thoughts flow within the purview of state oversight. Society plays a sigficant role in the formation of one’s mindset. The article has been evaluated all these considerations.

Keywords: Sexuality, Kama kala, social norms, Sexual culture, Hysterectomy

মানব সভ্যতার গোড়া থেকে এখনো পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টি চেতনায় যৌনতার ভূমিকা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। বহু প্রাচীন অথচ বহু চর্চিত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হল যৌনতা। শরীর ও যৌনতার ধারণা আমাদের প্রত্যহিক জীবনের অঙ্গ। যৌনতার ইংরাজি পরিভাষা হিসেবে আমরা Sexuality শব্দটিকে পেয়েছি। যৌনতা বা Sexuality এখন আর শুধু জৈব প্রবনতাকে প্রকাশ করে না। বরং এর সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক পরম্পরা যুক্ত হয়েছে। সাহিত্যে-শিল্পে তার প্রকাশ ঘটছে প্রতিনিয়ত। বাণী বসু তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর ‘পঞ্চম পুরুষ’ এ সামাজিক ক্ষমতা কীভাবে যৌনতার ওপরে প্রভাব ফেলেছে তা আমাদের আলোচ্য। উপন্যাসটির বিশ্লেষণের আগে ভারতীয় যৌন সংস্কৃতির ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা করবো।

সামাজিক ক্ষমতায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি ভারতীয় সভ্যতায় যৌনতার ইতিহাস খুঁজতে যায় তাহলে যৌন চেতনার ধারাবাহিক একটা বিবর্তন দেখতে পাব। প্রথম স্তরে, কাম-শরীর যেখানে নান্দনিক উপাদান। দ্বিতীয় স্তরে, কাম, যৌনতার মতো বিষয় যখন সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। মূলত আমরা বাংলা সাহিত্যের দিকটি আলোচনা করব। তৃতীয় স্তরে, উপনিবেশিক সময় পর্বে যৌনতাকে দেখার নতুন মানদণ্ড হয়ে ওঠে চিকিৎসা বিজ্ঞান। আইন ও শাস্তি দ্বারা যৌন কর্ম ও যৌন চেতনাকে দমন করার প্রবণতা। চতুর্থ স্তরে, আমরা দেখি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমাতাত্ত্বিকদের চিন্তাভাবনা এবং ভারতীয় যৌন সংস্কৃতির

মেলবন্ধনের প্রচেষ্টা। আমাদের আলোচনা চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত হলেও বিষয়টিকে বুঝে নেবার জন্য প্রথম তিনটি স্তরকে জানা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ব্যক্তির জীবনচর্যায় যুক্ত ছিল। এই চতুর্বর্গের ধারণা পুরুষার্থের অন্তর্গত। ভারতীয় যৌন নৈতিকতায় কখনো পাপ পূণ্য জড়িয়ে ছিলনা। চতুর্বর্গে ধর্ম-অর্থ-কাম হল জ্ঞান লাভের উপায় আর মোক্ষ হল পরিণতি। ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য মানুষের জীবনযাপনে চতুর্বর্গকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। খ্রিস্টপূর্ব তের শতকে বাৎসায়নের কামসূত্রে কামের নন্দনতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। ধর্ম-অর্থ-কাম এরমধ্যে কে বড় এ নিয়ে মতভেদ ছিল। বাৎসায়ন কাম কে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কাম কে 'কলা' স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। তাছাড়াও কোক্কোরের 'রতিরহস্য' কল্যাণমল্লের 'অনঙ্গরঙ্গ'--এই গ্রন্থ গুলি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সাধনমার্গের যে সমস্ত ধারা গুলি আছে কোন ক্ষেত্রেই তারা কাম কে অস্বীকার করে না। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'চর্যাপদ', বড়ু চন্ডীদাস এর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- এ যৌন উপাদান পাওয়া যায়।

> "১৬/১৭ শতকে মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলে শ্রীপতির লেখাপড়ার বিবরণে রয়েছে কামশাস্ত্র অধ্যায়নের কথা : হিতোপদেশ কথা/পড়িল বাসবদত্তা /কামশাস্ত্র দীপিকা ভাস্বতী।"[১]

বোঝা যায়, কাম শরীর তখনো বাতিলের খাতায় চলে যায়নি। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর জাতীয় কাব্যও মানুষ আস্বাদন করেছেন।

ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছিল। পাশ্চাত্য সেক্সুয়ালিটির ধারণা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু হয়ে যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যৌনতার যে চেহারা ছিল তা বদলে যেতে শুরু করে। যৌনতা শুধু প্রজননের জন্য এমনটাই স্বীকৃত হয়। ভিক্টোরিয়ান সময়কালে যৌনতা আনন্দহীন কার্যে পরিণত হইয়েছিল। অথচ এই যৌনতা, যা ছিল এতদিন রসভোগের বিষয় তা প্রয়োজনের তালিকায় চলে আসে। যৌন মিলনের সঙ্গে শরীরের ক্ষমতা-অক্ষমতার প্রসঙ্গ জুড়ে যায়। বীর্যপাত, মৈথুন শরীরের জন্য হানিকারক বলে প্রচারিত হয়। যৌনতা আইন দ্বারা অবদমিত হতে থাকে।

> "যৌন বিষয়ে নজরদারি ও পুলিশগিরির জন্য যে পরিবারই একটিমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়, তা নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার করা উচিত। এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় ঔপনিবেশিক জমানা থেকেই। ঔপনিবেশিক প্রশাসন যৌন বিষয়ে নজরদারির জন্য দু'টি আইন প্রণয়ন করে। একটি ১৮৬৪ সালে যা ক্যানটনমেন্ট অ্যাক্ট নামে পরিচিত, অন্যটি ১৮৬৮ সালে, যা 'চৌদ্দ আইন' নামে পরিচিতি লাভ করে।"[২]

ক্ষমতা এখানে দমনের কাজ করেছে। বিশ শতকের প্রথমদিকেই ফ্রয়েড, ইয়ুং, এলিস প্রমুখের চিন্তাভাবনা এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের ভাবিয়ে তুলেছিল। একইসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির খোঁজও চলেছিল তাদের সৃষ্টিতে। যৌনতার বিভিন্ন স্তর চিত্রিত হচ্ছিল। সামাজিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকতার সূত্র ধরে যৌনতার নির্মাণ চলছিল। আমরা বাণী-বসুর পঞ্চম পুরুষের কাহিনি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষমতায়ন কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল তা দেখার চেষ্টা করব। ভারতীয় সংস্কৃতির যৌনতার ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাসকে পাশে রেখে এই আলোচনা বিস্তার লাভ করবে।

বাণী বসুর 'পঞ্চম পুরুষ' উপন্যাসটি ১৯৯০ এ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক এমন কিছু চরিত্রের গল্প বলেছেন যাদের জীবন রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে। উপন্যাসের সমগ্র ঘটনাটি ঘটেছে পুনে শহরে সেখানে অরিত্র নীলমের সংসার। অরিত্র নীলমের দাম্পত্যের গল্প বলতে বলতে বানী বসু পাঠককে নিয়ে যান আঠার বছর আগের ঘটনার সামনে। আঠার বছর আগে কলেজ পড়ুয়া এষা ও অরিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল প্রফেসর মহানামের। প্রফেসর মহানাম ছিলেন নীলমের

লোকাল গার্জেন। এই চারটি চরিত্রের সম্পর্কের জটিলতার গল্প উপন্যাস জুড়ে। অতীতে এষা ও অরিত্র প্রেম সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল, অন্যদিকে মহানাম-নীলম যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। উপন্যাসের শেষে এসে আমরা জানতে পারি মহানামের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ফলে নিলাম গর্ভধারণ করেছিল এবং ঘটনাচক্রে গর্ভবতী নিলামের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অরিত্রের। নীলমের গর্ভধারণের কথা মহানাম জানতে পারিনি কিন্তু অরিত্র নীলমের কথা জানার পরও তাকে বিয়ে করে। 'পরও' শব্দটি ব্যবহার করার কারণ অরিত্র সেইসময় এষার সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়িয়ে। আসলে নীলম ছিল অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তার শরীরের কার্ভ, নরম চুল অরিত্রকে মুগ্ধ করতো। যৌন আকর্ষণ বোধ করতো নীলমের প্রতি। এষার সামনে সে বলতে পারতো-

> "আহা এষা, তোমাকে কোনদিনও বোঝাতে পারব না তুমি তামার টাটে ভোরের প্রথম শিশিরে ভেজা বিল্বপত্র। টোট্যালি আনপলিউটেড... আর নীলম বালবিধবার বাগানের গন্ধরাজ। তার সমস্ত দেহ মনের শুদ্ধি দিয়ে গড়া প্যাশন।"[৩]

এষা হয়তো অরিত্রের অভিপ্রায় বুঝে প্রশ্ন করেছিল- "তাই আমাকে অশুদ্ধ করলে?"[৪]

ডাক্তারি পরিভাষায় হিসটেরেক্টেমি বা জরায়ু অপসারণের পরবর্তী মানসিক অবস্থা বোঝার জন্য National Library Of Medicine; National Centre For Biotechnology Information এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ The Effect Of Hysterectomy On Women's Sexual Function: A Narrative Review- থেকে জানতে পারি জরায়ু অপসারণের জন্য অনেক ক্ষেত্রে হরমোনের ভারসাম্য ঠিক থাকেনা। তবে শরীরের যৌন প্রতিক্রিয়া মূলত সঙ্গীর আচরণ, যৌন মিলনের দক্ষতা, মানসিক সামাজিক ও শারীরিক অনুভূতিকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ফ্রয়েডের The Interpretation Of Dreams (Translated from the German and edited by James Strachey; 2019) এ একটি কেস স্টাডি থেকে castration theory (P-397) সম্পর্কে জানতে পারি। এক রোগীর দাঁত তুলে নেবার স্বপ্ন দেখাকে sexual repression এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এই রিপ্রেশন অনেক সময় ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। আর এই ভাষার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত থাকে। আমাদের আলচনার সূত্রে হিসটেরেক্টেমি সেই রিপ্রেশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত নারীর পেনিস নেই, এই না থাকার বোধ নারীর অবচেতন সত্তায় অভাব বোধ করায়। তার উপরে যদি জরায়ু অপসারণের প্রসঙ্গ এসে যায় তাহলে তার মানসিকতায় তীব্র অভাব বোধ থেকে ব্যবহারে পরিবর্তন, ভাষার পরিবর্তন আসতেই পারে। নীলমের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে এই সূত্র ধরে যদি কাহিনিকে দেখি তাহলে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয় উভয়ই গুরুত্ব পায়। এই অভাব বোধ নীলমের আছে। তা কখনো এষার রূপের প্রতি ঈর্ষা থেকে বা বিক্রমের কথা ভেবে নিজের দেহসজ্জা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উঠে আসে। পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে নীলমকে দেখলে তা একপাক্ষিক হয়ে যায়। কারণ নীলমের চরিত্রের নির্মান সামাজিকতাকে ছাড়িয়ে নয়।

Margaret M Ryan-এর Histerectomy: social and psychosexual aspects (Baillieres' Clinical Obstetrics and Gynaecology; vol.11, no. 1 March 1997) থেকে একটি সার্ভে পরিলক্ষিত হয়। যদিও ওয়েস্টার্ন স্যাম্পেল, তবু বিষয়টিকে বোঝার জন্য যথেষ্ট। যেখানে বলা হয়েছে জরায়ু অপসারণের ফলে নারীর যৌন উপভোগে কোন বাধা আসার কথা নয়। কিন্তু সার্ভে অনুযায়ী ৮ শতাংশ নারীর সমস্যা হচ্ছে। উপন্যাসে নীলমের অরিত্রর প্রতি যৌন আকর্ষন কমে যাওয়ায় মেডিক্যাল সায়েন্সের শরীরগত তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়। কেননা সে বিক্রমের প্রতি যৌন আকর্ষন বোধ করে।

এখানে সামাজিকতা থেকে উদ্ভুত মানসিকতা নীলমের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। নারীত্বের প্রধান স্বীকৃতি সমাজ দিয়ে থাকে প্রজনন ক্ষমতার উপর। নীলম সেই ক্ষমতা হারিয়েছে, সেই সঙ্গে তার চাওয়া পাওয়ার বিষয়গুলো গৌণ হয়ে উঠেছে।

> "যন্ত্রণাকাতর গলায় সংশয় ভরা চোখে, বদ্ধ গলায় নীলম বলেছিল- ভয় আমি নিজের জন্য থোরি পাই অরি। ভয় পাচ্ছি তোমার জন্য। তোমাকে। আমি তাহলে আর তোমার কোন কাজে লাগব!"[৫]

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সংস্কার নীলমের মানসিকতাকে গ্রাস করেছে। স্ত্রী হয়ে ওঠার জন্য স্বামীর ভোগ্য শরীর এবং নারী হয়ে ওঠার জন্য সন্তানের জন্ম দেওয়া তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশে প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে অরিত্র একই সংস্কারে নিজেকে গড়ে তুলেছে। সমাজের আরোপিত নারী পুরুষের যে ভূমিকা শরীরকে কেন্দ্র করে তা জরায়ু অপারেশনের ছেদ পরেছে। সেও নীলমের প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে। মেডিক্যাল পরিভাষাতে জরায়ু অপারেশন যৌন মিলনে শরীরগত ভাবে অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু সামাজিক সংস্কার ব্যক্তির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। তারফলে অভ্যস্ত দাম্পত্য বিচ্ছিন্ন হয়। স্বামীর কাজে না লাগা বা গর্ভধারণ করতে না পারার যন্ত্রণা- এই বোধ নীলমের মানসিক অবস্থাকে যেমন বর্ণনা করে তার থেকেও বেশি চিত্রিত হয় সামাজিক লিঙ্গ চেতনা। পেনিস না থাকলে যেমন পুরুষ হয় না, তেমনি সন্তানের জন্ম না দিতে পারলে নারীত্ব থাকে না। এই বোধ শুধু উপন্যাসের নীলম বা অরিত্র নামক চরিত্রের নয়, সমাজেও এই ধারণা প্রবাহিত।

নীলমের ডাক্তার যখন বলে, "আপনার স্ত্রীর মধ্য বয়স টা খুব তাড়াতাড়ি এসে যাবে মিস্টার চৌধুরী। চেহারায় প্রকৃতিতে। গৃহিণী মা- এগুলোই হবে ওর ঠিক ভূমিকা। রমণীর ভূমিকাটা উনি হয়তো তেমন করে আর পালন করতে পারবেন না। শী উড লুজ ইন্টারেস্ট ইন দ্যাট কাইন্ড অফ লাইফ।"[৬] এই বাক্যের মধ্য দিয়ে ডাক্তার শরীরের সঙ্গে মনের ভালো-মন্দ থাকার দিকেটিকেও ইঙ্গিত করেছে এবং সচেতন করেছে। তবে, জরায়ু অপারেশনের ফলে সামাজিকতা থেকে তৈরি হওয়া মানসিকতা শেষ পর্যন্ত দাম্পত্যের কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

অরিত্র ও নীলমের একে অপরের প্রতি যৌন চাহিদা নেই, কিন্তু এষাকে নতুন করে পেতে অরিত্র যে তৎপরতা দেখিয়েছে তা প্রমাণ করে অরিত্র সামাজিক সংস্কার থেকে নীলমকে আর গ্রহণ করতে পারেনি। আবার নীলম বিক্রম নামের এক পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। অথচ এই নীলম অরিত্রের কাছে এতটাই শীতল যে তারা এক বিছানায় শোবার কথা ভাবতে পারে না, কিন্তু বিক্রমের কথা ভাবতে ভাবতে নীলম নিজের দেহ সজ্জা করে, আয়নাতে নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। যা আসলে নীলমের অবদনিত যৌন চাহিদায় আনন্দ দেয়। অবচেতন সত্তায় নীলম যে যৌন চাহিদা অনুভব করে সেটি বিক্রমের সঙ্গে কথা বলার পরে বা বিক্রমের কথা ভেবে তৃপ্তি পায়। বোঝা যায়, নীলমের মধ্যে যৌন চাহিদা বা লিবিডো তৈরি হয়। নীলমের ক্ষেত্রে জরায়ু অপারেশন যৌন চাহিদায় প্রভাব ফেলেনি।

> "বিক্রমের কণ্ঠ শুনলে, বিক্রম কে মানস চোখে দেখলেই স্মৃতিতে দুধ উঠলোয়। ভীষণ, প্রবল, আকাঙ্ক্ষাময় এক পুরুষ, দৃঢ়, মাংসল ঠোঁট, ভীষণ রকমের বাঙ্ময়, তার গানও গান নয়, সে-ও এক মাংসল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।"[৭]

কিন্তু এই আবেগ অনুভূতি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে নেই। নীলম ভীষণ রকম মানসিক জটিলতায় পৌঁছে গেছে প্রথমত সে প্রজনন অক্ষম। সমাজ যে দায়িত্ব বা ভূমিকা তার ওপর চাপিয়েছে সেটাকে সে পূর্ণতা দিতে পারছে না। দ্বিতীয়ত তার শরীর আর আকর্ষণীয় নয়। এই চিন্তাধারায় প্রভাবিত নীলমের জীবন।

উপন্যাসে আরো অনেক চরিত্র থাকলেও আমরা দুই নারী (নীলম, এষা) ও দুই পুরুষের (অরিত্র, মহানাম) যৌনতার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি। সেখানে দেখতে পাচ্ছি সামাজিক ক্ষমতায়ন কিভাবে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ব্যর্থ হয়ে যায় প্রচলিত সংস্কারের কাছে। প্রশ্ন জাগে, এর দায় কার? রাষ্ট্র নাকি ব্যক্তি? এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে আমরা উপন্যাসটির অন্য একটি দিককে আলোচনায় রেখেছি।

অরিত্র নীলম মহানাম এষা- এই চার জনের মধ্যে একটা অদৃশ্য কাম চক্র লক্ষ করা যায়। আঠার বছর আগে যৌন উপভোগ এবং বর্তমানে যৌন উপভোগের বাসনার কথা বলার পর কাহিনির মোর ঘুরে যায়। নারী চরিত্র দুটির মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়। নীলম আঠার বছর আগে বিবাহের পূর্বে গর্ভবতী হয়েছিল। কিন্তু তারপর নারীত্ব হারায় জরায়ু অপারেশনের ফলে। শেষ পর্যন্ত সে শুধু 'মা' ও 'গৃহিণী' হয়ে ওঠে। আর এষার জীবনে নেমে আসে অদ্ভুত প্রশান্তি। আর এই পরিবর্তনকে বোঝাতে ঔপন্যাসিক ইলোরা গুহা গর্ভের প্রসঙ্গ এনেছেন। অরিত্র, নীলম, এষা, মহানাম বিক্রম, বিক্রমের স্ত্রী সীমা- এদের সকলকে পৌঁছে দেন ইলোরা গুহা গর্ভে। সেখানে বুদ্ধর মূর্তি দর্শন এবং বুদ্ধাং স্মরনং গচ্ছামি উচ্চারণ যেন জাগতিক কামনা বাসনাকে ছাড়িয়ে মুক্তির রাস্তা দেখায়। মহানাম বা অরিত্রের চরিত্রে ততখানি বদল দেখা যায়না যা এষা বা নীলমের ক্ষেত্রে হয়েছে গুহাগর্ভ দর্শনের পর। এখানে বাণী বসু কৌশলের সঙ্গে সামাজিক নীতি, রুচি, মূল্যবোধের জায়গাটিকে চিহ্নিত করেছেন। নীলম ও এষার মানসিক পরিবর্তন আসলে রাষ্ট্রের নিয়মতন্ত্রের প্রতিফলন।

যৌনক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মূলত দুই ধরনের অভিপ্রায় থাকে। এক, দায়িত্ব (দাম্পত্য, প্রজনন) দুই, উপভোগ। কিন্তু যৌনতা নামক ক্যাটাগরিতে যখন বিভিন্ন বিষয় মিশতে থাকে তখন যৌনতাও রাষ্ট্রের আওতায় চলে যায়। রাষ্ট্র তার সিস্টেমের সুবিধার্থে নিয়মতন্ত্র কায়েম করে। রাষ্ট্র চালায় নজরদারি ব্যক্তি স্বাধীনতা, যৌন স্বাধীনতার উপর। যেমন, একটি শিশু জাতি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তার জীবন কোন খাতে চলবে এটা রাষ্ট্রের নজরে থাকে। তাই সেই শিশুটির জন্ম কিভাবে হবে এটাও নির্বাচন করার সুযোগ খোঁজে। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিশেষত বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনে রাষ্ট্র তার সিস্টেমের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। বাবা-মায়ের সঙ্গমের ফলে ভবিষ্যত্ নাগরিকের জন্ম হবে তাই অজস্র সেক্স ম্যানুয়াল লেখা শুরু হয়েছিল। তাছাড়াও জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনায় আত্ম গঠন ও আত্মশৃংখলার জন্য বীর্য সংরক্ষণ, যৌনাঙ্গের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে লেখা হত। সূর্যনারায়ণ ঘোষের 'বৈজ্ঞানিক দাম্পত্যপ্রণালী', অন্নদাচরণ খাস্তগীরের 'মানবজন্মতত্ত্ব', 'ধাত্রীবিদ্যা' কেদারনাথ সরকারের 'ঋতুরক্ষা' ইত্যাদি বই এ সমস্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মূলত বাঙালির গার্হস্থ্য মডেলকে টিকিয়ে রাখার চিন্তাভাবনা কাজ করেছে। আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে রক্ষণশীলতা আবশ্যিক। বিশ শতকে এসেও রাষ্ট্রগত চিন্তাভাবনায় যে বিশেষ বদল ঘটেছে তা নয়।

বাংলা সাহিত্য জগতে এলিস ফ্রয়েড মাক্স প্রবেশ করেছে। বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তাভাবনায় অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমাতাত্বিকদের চিন্তাধারা মিশেছে কিন্তু সামাজিক ভাবনার বদল আজ ২১ শতকের দুই দশক পরেও খুব বেশি হয় নি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন-

> যৌনতার ব্যাপারটা ব্যক্তি বিশেষে আলোড়ন তৈরি করে। ব্যক্তি বিশেষে যৌনতার বিভিন্ন অর্থ আছে। যেন মানুষ খোলা মনে নিজের জন্ম, মানুষের জন্ম নিয়ে চিন্তা করে তাহলে বুঝবে সর্বত্র একটা যৌনতা কাজ করছে। যৌনতাই এই সমাজকে সংঘবদ্ধ রেখেছে। যৌনতাই মানুষকে দায়িত্বশীল হতে শিখিয়েছে। তাই নয় কি? যৌনতাটা হচ্ছে অনেকটা পূজা পাঠের মত। ...উপন্যাস লিখবে গল্প লিখবে যৌনতা ছাড়া? যৌনতা বহির্ভূত কাহিনি হয় নাকি? ...জীবনে তোমার যতদিন যৌনতা আছে ততদিন তুমি জীবিত।

যৌনতা নেই মানে তোমার মৃত্যু হয়েছে। (আমার সময়, ডিসেম্বর ২০০৯, সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন কল্যান মৈত্র)

উনিশ শতকের রক্ষণশীলতা পার হয়ে বাঙালি যখন নিজস্বতা খুঁজতে সরব হয় তখন মহাযুদ্ধত্তোর পৃথিবীতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা, শূন্যতাবোধ, বেকারত্ব এগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাণী বসু সমাজে যা ঘটেছে বা সামাজিক চিন্তাভাবনাকে এড়িয়ে যাননি। তিনি পঞ্চম পুরুষ উপন্যাসে সামাজিক ক্ষমতায়নের জায়গাটি তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে উঠে আসে নারীর ক্ষমতার দিকটিও। একটা সময় নীলম যে যৌনতায় লিপ্ত হয়েছিল তার শাস্তি স্বরূপ যেন জরায়ু অপারেশন। কারণ আমাদের মনে হয় এই অপারেশনের জন্য নীলম প্রতিনিয়ত মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চলেছে। অন্যদিকে এষা, তারও সুখী দাম্পত্য কোনদিনই হয়নি। এই বিষয়টা যেন প্রায়শ্চিত্তের মত হয়ে ওঠে। পুরুষের যৌন ইচ্ছা যতখানি প্রতিষ্ঠা পায় নারীর ক্ষেত্রে সামাজিক নৈতিকতা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় পরিবার আসলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক আর এই পরিবার চালিত হয় সমাজনৈতিকতার উপর। ঔপন্যাসিক বানী বসু একেবারে নব্বয়ের দশকের কাছাকাছি সময়ে উপন্যাসটি লিখেছেন। ঔপন্যাসিক নীলম বা এষার জীবনকে পুরুষের আবর্তনের বাইরে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। সেখানে তাদের যৌনতার নিজস্ব দাবি আছে।

পুরুষের লেখায় আগে থেকে যৌনতার প্রসঙ্গ এলেও নারীর লেখায় প্রত্যক্ষ ভাবে যৌনতা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আসে। তার আগে দাম্পত্যের গল্প, প্রেম-স্পর্শ এগুলো নিয়ে লেখা হত। আলোচক অনুরাধা রায় বলেছেন-

> "মেয়েদের যৌনতার প্রসঙ্গ কখনোই আসে না। কেমন যেন অযৌন-প্রাণী হিসাবে তারা চিত্রিত। সেযুগের আধ্যাত্মিক দাম্পত্যের আদর্শে যৌনতার তো নিছক নৈমিতিকতার ভূমিকা -পুত্রোৎপাদনের মাধ্যমে পরলোক মুক্তির জন্য তার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বা কোন সমস্যার সম্পর্ক নেই- স্বামী স্ত্রী কারোর ক্ষেত্রেই।"[৮]

বিশ শতকের শেষে বাণী বসু কিন্তু নারী চরিত্রের মধ্যে যৌনতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সমাজ উদ্ভূত মানসিকতার মিথস্ক্রিয়ায় যৌনতার অনেক গুলি স্তর নির্মিত হয়েছে উপন্যাসে। শরীর, শরীরী মিলনের চাহিদা এসব তো বলেছেনই। আবার তিনি সাবলিমেশনের জাগয়াটিও তুলে ধরেছে এষার মনস্বত্ত্বের মাধ্যমে। যে প্রশান্তি এষা আনতে পেরেছে মনের মধ্যে হয়তো নীলম সেটা পারেনি। সেখানেই ঔপন্যাসিকের স্বতন্ত্র। তার কলমে প্রতিটি চরিত্রের শরীর কেন্দ্রিক ভাবনা আলাদা। উপন্যাসের সমগ্রতা জুড়ে নীলমের মধ্যে যে অস্থিরতা কাজ করেছে শেষে গিয়ে সে কিছুটা শান্তি পেয়েছে। বুঝতে পারি, ঔপন্যাসিক বানী বসু এতদিনের অবদমিত বাসনার প্রকাশকে মুখ্য হতে দেননি। কাহিনির প্রয়োজনে সামাজিক ক্ষমতায়নের দিকটিকে চিত্রিত করেছেন। একটি বিষয় আরো আমাদের ভাবিয়ে তোলে- পঞ্চম পুরুষ নামকরণটি।ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ- এই ধারণা পুরুষার্থের অন্তর্গত। পুরুষার্থের আলোচনায় পুরুষ অসলে কে?

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় পুরুষ হলেন- যিনি সামনের দিকে অগ্রসর হন। ঋকবেদের পুরুষসূক্তে পুরুষ হলেন সমগ্র সৃষ্টির মূল উপাদান। আবার বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা ভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থ হিসাবে দেখে থাকেন। সাংখ্য দর্শনেও পুরুষ প্রকৃতির প্রসঙ্গ আছে। এখানে পুরুষ এক চেতনা। ব্যক্তি মানুষের মধ্যে পুরুষের চেতনা থাকলে সে মোক্ষের দিকে এগিয়ে যায়। এখানেও সাবলিমেশন বা উত্তরণ। নামকরণের মধ্যেই হোক বা ইলোরার গুহার চিত্র সবমিলিয়ে ঔপন্যাসিক আমাদের সংস্কৃতিতে ট্রাডিশনের ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরেছেন। এই কথা, এই চিন্তা পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের থেকে পাওয়া নয়, এ আমাদেরই ট্রাডিশন। আর এই ট্রাডিশনকে গ্রহণ করার ক্ষমতাও যে আমাদের সকলের আছে তেমন নয়। বিক্রম নামক চরিত্রটি যখন বলে–

> "এই বৌদ্ধ শ্রমণগুলো গুহার পর গুহা ভর্তি করে নুড এঁকে রেখেছে খালি। কোনও সন্দেহ নেই, প্রবজ্যা গ্রহণ করবার পর নির্জন গুহায় দিনের পর দিন নারীসঙ্গহীন কাটাতে কাটাতে লিবিডোর তাড়নায় এই সব চিত্রশিল্পের জন্ম। যেমন খাজুরাহো, যেমন কোনারক, যেমন জগন্নাথ-মন্দির। ওদের গুরুগুলো অর্হৎ না ফর্হৎ তারাও এইসব ব্লু-ফিল্ম দেখে দিব্যি আহ্লাদে থাকতো।"[৯]

এরকম কথা শোনার পর মনে হয় এই ধারাবাহিক ইতিহাসকে না জানলে, তাকে গ্রহন না করলে সংস্কৃতিরও দায় থাকে না সত্য উদঘাটনে। বিক্রমের মত চরিত্রের তো অভাব নেই সমাজে। তাদের ভাবনা চিন্তার জগৎ স্থূল। কিন্তু এষার মত চরিত্রেরাও আছে যাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে উত্তরণের মধ্য দিয়ে। বাণী বসু সবটুকু দিয়ে উপন্যাসটিকে সাজিয়েছেন। যা উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র:

১. সাহা, অর্ণব। বাঙালির যৌনচর্চা বটতলা থেকে হলুদ বই। সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ- ৩০।
২. বসু, প্রদীপ। যৌনতা ও সংস্কৃতি। সম্পা- সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, মার্চ ২০১২, পৃ- ২৮।
৩. বসু, বাণী, পঞ্চম পুরুষ, আনন্দ, জুন ২০১৮, পৃ- ৬৫।
৪. তদেব, পৃ- ৬৫।
৫. তদেব, পৃ- ১৬।
৬. তদেব, পৃ- ১৫।
৭. তদেব, পৃ- ৪৯।
৮. রায়, অনুরাধা। উপন্যাসে মেয়েদের জগৎ ও জীবন, দুঃখিনী সতী চরিত, অবভাস, জুলাই ২০১১, পৃ- ৮১।
৯. বসু, বাণী। পঞ্চম পুরুষ। পৃ- ১২৮।